Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৪ অক্টোবর , ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ১৩ অক্টোবর , ২০১৪ ২৬ আশ্বিন , ১৪২১

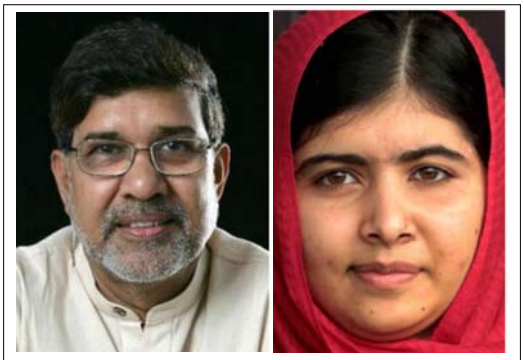

এই উপমহাদেশে শান্তির জন্য নোবেল জয়ী কৈলাশ সত্যার্থী ও মালালা ইউসুফজাই-কে আমাদের অভিনন্দন।

১৫-১৯ অক্টোবর জেলার প্রতিটি গ্রামে ঘুরবে কৃষকজাঠা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : রাজ্য জুড়ে গ্রামে গ্রামে কৃষক জাঠা (১৫-১৯ অক্টোবর)। গ্রাম বাঁচাও, কৃষি ও কৃষক বাঁচাও, গ্রামের গরিবদের রক্ষা করো, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য জোট বাঁধো তৈরি হও এই দাবি নিয়ে প্রয়াত কৃষক নেতৃত্বের (প্রয়াত হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিনয় চৌধুরী, বিনয় কোঙার, রামনারায়ণ

গাস্বামী, মেহবুব জাহেদী, দিলীপ সরকার, প্রদীপ তা, কমল গায়েন, তারাপদ মোদক, বিপদবরণ রায় প্রমুখ) নামে এক একটি কৃষক ব্রিগেড নাম দিয়ে বর্ধমান জেলায় প্রায় প্রতিটি গ্রামে (২৬০০ বেশি গ্রাম) প্রায় ৫০ হাজার স্থায়ী স্বেচ্ছাসেবক সহ প্রতিটি গ্রামের সাধারণ মানুষ কৃষক জাঠায় অংশ নিচ্ছেন। প্রচার জাঠাগুলি জেলার তিনহাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করবে। কৃষক জাঠা চলাকালীন এক হাজারের বেশি সভা অনুষ্ঠিত হবে। এইসব সভায় রাজ্য থেকে শুরু করে ব্লক স্তর পর্যন্ত কৃষক নেতৃত্ব বক্তব্য রাখবেন।

এই উপলক্ষে বর্ধমান জেলা কৃষকসভা ১ লক্ষ প্রচারপত্র, কৃষকসভার ৫ হাজার লাল পতাকা, ফ্লেক্স, ২৬ হাজার পোস্টার ব্লকে ব্লকে পাঠিয়েছে। গ্রামে গ্রামে চেন ফ্লাগ সহ হাতের লেখা পোস্টারও থাকবে। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে 'এ্যাপ্রণ'ও ব্যবহৃত হবে। স্বেচ্ছাসেবকদের এই জাঠা মিছিলে গ্রামের মানুষ পানীয় জল, টিফিন এবং খাবারের ব্যবস্থা করবেন। যে দাবিগুলি নিয়ে এই কৃষক জাঠা পথ পরিক্রমা করবে তা হলো—নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, ১০০ দিনের কাজ চালু রাখার দাবিতে, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরির দাবিতে, সামাজিক সহায়ক (কৃষকভাতা, বিধবাভাতা, বার্ধক্যভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা প্রভৃতি) প্রকল্পগুলি বন্ধ করার বিরুদ্ধে, বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রকল্পগুলি চালু করা, কৃষিপণ্যের লাভজনক দর, সব গরিবদের বি পি এল তালিকার অন্তর্ভুক্তিকরণ, সব গরিব পরিবারগুলিকে মাসিক নূন্যতম ৪৫ কেজি চাল ২টাকা দরে দেওয়া, সারদা সহ সমস্ত চিটফাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের বিচার এবং আমানতকারীদের টাকা ফেরত, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, পাট্টা, বর্গা জমি সহ অর্জিত অধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষা, সমবায় ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ধ্বংস করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে, রাসায়নিক সার, পেট্রোল, ডিজেল-এর দাম কমানো প্রভৃতি দাবি সম্মিলিত এই কৃষকজাঠা চলবে।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং রাজ্যের তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের অনুসৃত জনবিরোধী ও কৃষকস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলে কৃষি ও কৃষকদের যে ধারাবাহিক সর্বনাশের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষ এই প্রচার জাঠায় অংশ নেবে বলে বর্ধমান কৃষকসভা মনে করে। ইতিমধ্যে বর্ধমান জেলাতে এই জাঠাকে কেন্দ্র করে ২০০ টি কর্মীসভা সংগঠিত হয়েছে এবং তাতে ২০ হাজার কৃষককর্মী অংশ নিয়েছেন।

বিনয় কোঙারের স্মরণসভায় নেতৃবৃন্দ

শ্রেণিসংগ্রামই পারে বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ অক্টোবর : চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে অনেক, সমাধান একটাই --- শ্রেণিসংগ্রাম; শিখিয়েছিলেন বিনয় কোঙার। ক'জন ছিলেন তখন! বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরা। বর্তমানের মধ্যে আমরা তেমনি ভবিষ্যতের আলো দেখতে পাই, যে স্বপ্ন দেখা শিখিয়ে গিয়েছেন ওঁরা। নিজের জীবনে পথ দেখাতে হয়, ৭০-এর অন্ধকারের দিনে, ১১০০ কর্মী খুন, বিশ হাজার ঘরছাড়া, মিথ্যা মামলা, অপপ্রচার-কুৎসার বন্যা! ইস্পাতের মতো চ্যালেঞ্জ জয় করে এনেছিলেন ওঁরা। জয় আমাদের হবেই, লাল ঝান্ডা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এই পথ সারা দুনিয়ার- শুধু বর্ধমান নয়, শুধু গোটা দেশ নয়, সারা বিশ্বের জন্য। 'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও!' 'দুনিয়ার মেহনতী মানুষ- এক হও!' এইজন্যই। সি পি আই (এম) জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত প্রয়াত বিনয় কোঙারের স্মরণসভায় এই কথাগুলি বললেন, রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ও সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র।

সভায় সূর্যকান্ত মিশ্র ছাড়াও প্রয়াত সর্বভারতীয় কৃষক নেতার স্মৃতিচারণা করেন পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য নিরুপম সেন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, কৃষকসভার বর্ধমান জেলা সম্পাদক আব্দার রেজ্জাক মন্ডল। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদক অমল হালদার।

স্মরণসভাটি প্রকাশ্যে করার কথা থাকলেও প্রথমে তা আবহাওয়ার কারণে টাউনহলের ভিতরে শুরু হয়। প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান একে একে নেতৃবৃন্দ। নিরুপম সেন বলেন, জেলায় কৃষক আন্দোলনের ভিত্তির উপর আমাদের পার্টি বড় হয়েছে। বিনয়দার বড় ভূমিকা ছিল। একাধিকবার তাঁকে জেলে যেতে হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে কুৎসা করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। মানুষ তাঁকে চিরকাল স্মরণ করবেন পার্টিতে তাঁর অবদানের জন্য।

জমির আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিনয় কোঙারের অবদানের কথা স্মরণ করে মদন ঘোষ বলেন, খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে। মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ভাঙ্গার চেষ্টা করছে বিজেপি। শাসক দলের সঙ্গে সমাজবিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিরও যে যোগ আছে মানুষ এতদিনে প্রত্যক্ষ করতে পারছেন। গণআন্দোলন দমনে এই সরকার পুলিশ ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করছে।

এছাড়াও প্রয়াত নেতার অবদানের কথা তুলে ধরেন আব্দার রেজ্জাক মন্ডল। বৃষ্টিভেজা টাউনহলের মুক্তাঙ্গনে ভীড়ে উপচে পড়া মানুষ মাইকে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনছিলেন বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে। আবহাওয়ার সামান্য উন্নতি হলে সভা মুক্তাঙ্গনে স্থানান্তরিত হয়। এখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সূর্যকান্ত মিশ্র প্রশ্ন তুলে বলেন, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হবে, তিনি কোন পক্ষে? ৭১-র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। সকলেই জানেন, শেখ মুজিবর রহমান নির্বাচনে জিতে যাঁর পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার কথা, তাঁকে জেলে পোরা হয়েছিল।

বাংলাদেশ না হলে দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এশিয়ার মুক্তিসূর্য হতেন না। তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, আমেরিকার সপ্তম নৌবহরকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল সকলের তা মনে আছে। তারপর শেখ মুজিবকে সপরিবারে খুন হতে হয়। বর্তমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বাইরে

—এরপর চারের পাতায়

অবশেষে খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তের দায়িত্ব নিল এন আই এ

বিশেষ সংবাদদাতা, বর্ধমান : অষ্টমীর দিন ২ অক্টোবর রাজ্য যখন উৎসবে মত্ত তখন খাগড়াগড়ের মোড়ের একটি বাড়ি হঠাৎ শক্তিশালী বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে। স্থানীয় মানুষ ভাবে গ্যাসসিলিণ্ডার বাস্ট করেছে। দমকলে খবর যায়। স্থানীয় মানুষ ও দমকল গেলে বোরখাধারী দুই মহিলা বলে তাদের কোনো সাহায্য লাগবে না। মানুষ উপরে উঠতে গেলে বলে গুলি করে দেব। দেখা যায় বাড়ির রেইন পাইপ দিয়ে রক্ত ও জল বেরুচ্ছে, তখন পুলিশে খবর যায় পুলিশ জোর করে উপরে উঠে দেখে দুই মহিলা অর্ধমৃত দুজনকে লুকানোর চেষ্টা করছে এবং কিছু কাগজপত্র ও মোবাইলের সিম পোড়ানোর চেষ্টা করছে। একজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়, একজন হাসপাতালে মারা যায়, আহত হাকিমকে পুলিশ হাসপাতালে পাঠায় এবং দুই শিশু সহ দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। তারপর থেকে ঘটনার পর ঘটনা। দুদিন পর বাবুরবাগে একটি বাড়ি থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায় বাড়ির ভাড়াটিয়ারা পলাতক সেখানেও দুইজন পুরুষ ও মহিলা। মহিলারা বোরখা ঢাকা থাকতো পুরুষরা সকালে মোটরবাইক নিয়ে বেড়িয়ে যেত এবং ফিরতো রাতে। ধৃত মহিলাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ বা সি আই ডি কিছু নাম পায়। ইতিমধ্যে বাদশাহি রোড ও হটুদেওয়ানের পলাতক ভাড়াটিয়াদের খোঁজে পুলিশ গোটা রাজ্য তোলপাড় করছে। খোঁজ পাওয়া গেছে বর্ধমানের নিগনের কাছে শিমুলিয়ার একটি খারিজি মাদ্রাসার, যেখানে জেহাদী শিক্ষা দেওয়া হতো, সেখানে বিদ্যুৎ না থাকলেও কম্পিউটার, মাউস ছিল, ঝালাইয়ের জন্য তাতার ছিল, তার কাটার যন্ত্র ও জেহাদী পুস্তক ছিল। জাল ছড়িয়েছে মঙ্গলকোট মুর্শিদাবাদ-এর বেলডাঙার সাকিল আহমদের 'বোরখা ঘর' এবং সুদূর আসামেও—বোরখা ঘরের আদলে একটি ডেরা থেকে কয়েকজন জঙ্গীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরমধ্যেই প্রশ্ন ওঠে সি আই ডি বা রাজ্য পুলিশ প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে খগড়াগর কাণ্ডে এন আই এ তদন্তের দাবি উঠেছে ৭ অক্টোবর জেলা বামফ্রন্টের ডাকে বিশাল মিছিল স্টেশন থেকে কার্জনগেটে যায়। যেখানে বক্তারা বলে বর্ধমানের এস পি দেশদ্রোহীদের আড়াল করতে উঠে পড়ে লেগেছে। ৯ অক্টোবর দুর্ঘটনা স্থলে যায় ১৮ জনের বামপন্থী বিধায়কদল। নেতা আনিসুর রহমান সাংবাদিকদের জানান একটি জঙ্গি নাশকতার আভাষ থাকলেও রাজ্য সরকার এটাকে ছোট করে দেখছে। জাতীয় নিরাপত্তাকে মুখ্যমন্ত্রী তুচ্ছ ভাবছেন।

৮ অক্টোবর আসানসোল সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন কেন্দ্র-রাজ্য কোন সরকারই সত্বর তদন্তের ব্যবস্থা না করে বিস্ফোরণের আতঙ্ক জিইয়ে রাখছে। একটি ধর্মীয় বিভাজনের উনুনে রাজনৈতিক রুটি সেঁকার মারাত্মক খেলা চলছে। ১০ অক্টোবর এন আই এ কে তদন্তের ভার দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এন আই এ বর্ধমান পুলিশকে নিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে এবং যত সময় গড়াচ্ছে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। রাজ্যের একটা অংশ বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বর্ধমান পুলিশ এর আঁচই করতে পারেনি।

বিস্ফোরক নষ্ট করা হচ্ছে দামোদরের চরে

এন আই এ-র তদন্তের দাবিতে সি পি আই(এম)-এর মিছিল

ঘটনাস্থলে এন আই এ তদন্তকারী দল

নতুন চিঠি

১৩ অক্টোবর, ২০১৪

তৃণমূল সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী যোগ?

অভিযোগ ছিলই। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং বিদেশের সঙ্গে অনৈতিক যোগাযোগে যুক্ত মানুষটিকে রাজ্যসভার মতো সর্বোচ্চ আইনকানুনের নীতি নির্ধারক সংস্থার সদস্য করা নিয়ে। সম্প্রতি বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে রাজ্য সরকার, প্রশাসন, পুলিশ সবার ভূমিকাই কেমন যেন রহস্যময়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী কোনো দলকেই রাজ্য সরকার পাত্তা দিচ্ছে না। রাজ্য পুলিশ তদন্তের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার এক কদর্য খেলায় মেতেছে। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর তড়িঘড়ি একটি কমিটি গঠন করেন বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য।

কয়েক মাস আগে রাজ্য সরকারের গঠিত সারদা তদন্ত নিয়ে সিট-এর কথা সকলেরই জানা। প্রকৃত ঘটনাকে চাপা দেওয়া এবং দোষী তৃণমূল নেতাদের বাঁচানোর জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সিট লোপাট করে দেয় এমনই অভিযোগ। সি বি আই যখন ঘটনার পেছনের মাথাদের ধরতে প্রমাণ সংগ্রহ করছে তখন লক্ষ করা যাচ্ছে শাসক তৃণমূলের অনেক নেতাই সারদার সঙ্গে জড়িত। তাইতো এই ঘটনারও তথ্য লোপাটের দায়িত্ব নিয়েছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পিছনে আন্তর্জাতিক এক মৌলবাদী জঙ্গী সংগঠন জড়িত—এটাকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। রাজ্য পুলিশ ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাকেও কাজে বাধা দিয়েছে ঘটনার দু-এক দিনের মধ্যেই বলে অভিযোগ। কারণ কি—এদের সঙ্গে শাসকদলের মাখামাখি। যে বাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে সেই বাড়ির নিচেই তৃণমূলের অফিস। এরা কেউ কোনো খবর রাখতেন না—এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? অবশেষে এন আই এ ঘটনার ৯দিন পর তদন্তভারের দায়িত্ব নিয়েছে। দেখা যাক কী রহস্য উন্মোচিত হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্ব শিক্ষক দিবস কবে পালিত হয়? কবে ঘোষিত হয়েছিল? জাতীয় শিক্ষক দিবস কবে?
২. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্ধমান জেলা কমিটি কবে গঠিত হয়? কে সম্পাদক হন?
৩. আইফোন এবং আইপডের জনক কে? কবে তিনি প্রয়াত হন? কবে তাঁর জন্ম?
৪. বুলগেরিয়া কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৫. কোন রাজ্য সম্মেলন থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সম্পাদক হন মুজাফ্ফর আহমদ? কবে থেকে কবে কোথায় এই সম্মেলন হয়েছিল?
৬. প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা কবে কোথায় জন্মান? কবে মৃত্যু?
৭. কলকাতায় কবে আলিয়া মাদ্রাসা তৈরি হয়? কে করেন? কবে এটি কলেজ হয় এবং কবে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হয়?
৮. প্রখ্যাত সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমচন্দ্রের আসল নাম কী? কবে জন্ম ও মৃত্যু হয়?
৯. উগান্ডা দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
১০. প্রখ্যাত সাহিত্যিক রামবিলাস শর্মা কোথায় কবে জন্মান? মৃত্যু কবে?
১১. বিশ্ব ডিম দিবস কবে পালিত হয়? এদিন আর কোন বিশ্ব দিবস?
১২. বিশ্ব অ্যালার্জি সচেতনতা দিবস কবে পালিত হয়? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

হ্যালো, কে বলছেন? ইয়েস, মহিষাসুর স্পিকিং

সুনামী গুপ্ত

আচমকা সুখনিদ্রাটা ভেঙে গেল। দূরভাষের বাজনাটা বড্ডো বিরক্তিকর। তবু ব্যাজার মুখে সেটি ধরলেন আর সাত সকালে ঘুমটা ভাঙানোর জন্যে মনে মনে খাপ্পা হয়ে উঠলেন। বাজখাঁই গলায় মহিষাসুর বললেন—হ্যালো, কে বলছেন? ইয়েস, মহিষাসুর স্পিকিং। বলুন, কি বলতে চান, আপনারা তো বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়ার 'মহিষাসুরমর্দিণী শুনে, শুনিয়ে কান মাথা ঝালাপালা করে দিলেন। তারপর, ফুর্তির ফোয়ারা ছুটিয়ে আমাকে বধ করে 'চুল্লু মায়ীকি জয়' মনে মনে উচ্চারণ করে হুড়োহুড়ি মাতামাতিতে স্থল পথে জলপথে বিচরণ করলেন। আমি তো মরেই আছি—খেল খতম, পয়সা হজম। আমাকে গুড-বাই টা টা কিংবা শুভ বিজয়া বললেই ল্যাঠা চুকে যায়। তাহলে, এ অধমকে স্মরণ করা ক্যানো বলতে পারেন?

দূরভাষ যন্ত্রের অপর প্রান্ত থেকে একটা গলা ভেসে এল—শুনুন মিঃ মহিষাসুর, আমি আপনার অনুগামী ব্রতধারী, বীরভূমের সুসন্তান। আমার চেহারাটার সঙ্গে আপনার নাকি অনেক মিল আছে। কেউ কেউ আড়ালে আবডালে রসিকতা করে বলেছে—মহিষাসুরের মূর্তি না গড়ে এই ব্রতধারী দানবটাকেই বসিয়ে দেওয়া হোক। তাহলে খরচা অনেক কমবে, লোকে একটা জ্যান্ত অ্যানিমেশনের নমুনা দেখে বেজায় খুশি হবে। কিন্তু মুশকিলটা কি জানেন—আমার মাথায় একদম অক্সিজেন ঢোকে না। তাই কখন কি করে বসি, কখন কি অকথা-কুকথা বলে ফেলি—তার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। আপনি দাদা কোর্ট-কাছারি আর মিডিয়ার হ্যাঁপা সামলানোর কোনও উপায় বাতলাতে পারেন? তাহলেই আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আসলে কেউ না জানুক, সবই মায়ার খেলা। আপনি মরেন নি। মহিষাসুর বললেন—আমরা রক্তবীজের ঝাড়। সহজে আমরা হার মানি না। আসলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই তিন কুচক্রী মিলে দৈত্য-দমন, অসুর-সংহারের নামে বহু যুগ ধরে যে মাদারিকা খেলের চিত্রনাট্য তৈরি করেছে, 'মহিষাসুর মর্দিনী' তারই একটা নমুনা। কিন্তু লেবু কচলাতে কচলাতে যেমন তেতো হয়ে যায়—এইসব ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি তেমনি আর ভাল্লাগে না। তাছাড়া আপনি পুরাণ-টুরাণ পড়েন কি না জানি না। তবে এ গপ্পোটা নিশ্চয়ই জানেন। বহু কল্পযুগ আগে দেবতা, দানব, মানবদের প্রতিনিধি প্রজাসিসৃক্ষু পিতামহ ব্রহ্মার কাছে কিছু উপদেশ জানতে গিয়ে শুনল—'দ'—একটি মাত্র বর্ণের কথা। সকলেই বুঝল—দাম্যত। দত্ত। দয়ধ্বম্। অর্থাৎ দমন করো, দান করো, দয়াশীল হও। কিন্তু ব্রত বাবু, আপনি তো বীরভূমির মণ্ডলেশ্বর। নিজের ষড়রিপু কখনো দমন করছেন—অ্যাঁ? আপনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেছেন—নারকেল মুড়ি খাইয়ে দিতে যাতে বিরোধীরা অপযশ না করতে পারে। তা', দরিদ্র-নারায়ণ সেবায় কত নারকেল আর মুড়ির বন্দোবস্ত ছিল, তার লিস্টি নিশ্চিয়ই রেখেছেন।

আর 'দয়া' শব্দটি আপনার, 'মণিরত্ন', 'বুল সাহেব' কিংবা 'পাল মশাইদের' অভিধানে যে নেই, সেটি আমি ভালোভাবেই জানি।

তাহলে সাত সকালে আমাকে নিয়ে পড়েছেন ক্যানো—অ্যাঁ?

ব্রতধারী বললেন—কি জানেন মশাই। এবার পুজোতে খুব ফুর্তি করেছি। ঢাকের তালে তালে কোমর দোলানোর চেষ্টা করলেও আপনারই মতো দশাসই চেহারা নিয়ে নড়াচড়ায় খুব কষ্ট। তাই একটু-আধটু সিঁদুর খেলায় মাতলাম।

মহিষাসুর—কি বল্লেন। আমি আপনার মতো ঢ্যাপস্ চেহারার লোক নাকি? রীতিমতো ব্যায়াম করা মাসল-ফোলানো পেটাই চেহারা। তাই আমার মগজে অক্সিজেন—ফক্সিজেন চালান করতে হয় না। একটা কথা কান খুলে শুনুন। দৈত্য-দানব অসুরেরা এখনও আছে। বৃত্রাসুর, বকাসুর, মঘাসুর, মধু-কৈটভ এরা তো ছাতা ছড়িয়ে দিব্যি বেঁচে সুখে-শান্তিতে আছে। এদের চ্যালারা অবিশ্যি যুগে যুগে যুদ্ধবিগ্রহ করে রক্ত ঝরায়, আবার বেঁচে ওঠে। ইল্যাণ্ড, মার্কিন—এসব দেশের মুরুব্বিরা এখনও অসুর আর দানবদের সাধনা করে থাকে। আবার নানা ধর্মের জেহাদিরাও ফতোয়া জারি করে অসুরদের কাজকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ব্রতবাবু, একটা কথা জেনে রাখুন—কলিযুগে মহিষাসুর থেকেই নরকাসুরের আবির্ভাব ঘটেছে। যে নরক এখন আপনারা গড়ে তুলেছেন, তাতে আগেকার সব সুরেরা লজ্জা পাবে। যাক্ আসল কাজটা কি বলুন তো?

ব্রতধারী আমতা আমতা করে বললেন—ব্যাপারটা কি জানেন। বর্ধমান শহরের অতি নিকটে খাগড়াগোড়ে বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে আমাদের চ্যালারা বোমা-টোমা কি সব বানাচ্ছিল। ডেটোনেটর, টাইমার মজুত রেখেছিল। হঠাৎ বিস্ফোরণে একেবারে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। আর সেখানে ভারত বিরোধী মৌলবাদীদের সন্ত্রাসের কাগজপত্রও মিলেছে। এখন আমাদের ল্যাজে-গোবরে অবস্থা। একে তো সারদা-কাণ্ড নিয়ে হুলুস্থুলু চলছে। তার ওপর আমাদের চ্যালারা এই নতুন ইয়ে বাঁশটা দিল। কি করে ভাবমূর্তি বজায় রাখা যায় বলুন তো?

মহিষাসুর গর্জন করে বললেন—এ তো কলির সন্ধে। এরপর আঁধার নামবে। শ্মশানকালীর প্রেত-পিশাচ অনুচরদের পঞ্চ-ম কারের আসর বসবে। সেই আসরেই গা-ঢাকা দিয়ে ফিরে আসবো। তদ্দিন নিজেকে সামলে রাখুন ব্রতবাবু। ব্রতধারী বললেন—কিন্তু মিঃ মহিষাসুর, পরিস্থিতি যা আমার মনে হচ্ছে, তাতে খাগড়াগড়ের কেলেঙ্কারিটা সামলানো খুবই কঠিন। কেবল বর্ধমান নয়, আশেপাশের জেলাগুলো তো আছেই বর্ডার এলাকার জেলাগুলোতেও অমঙ্গলের আশংকা দেখছি। শ্মশানকালীর আসর বসার আগেই কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। তারপর বাংলাদেশের সঙ্গে যেসব ডিল, সেগুলোও ফাঁস হয়ে যাচ্ছে।

মহিষাসুর—যেখানে এসব ঘটেছে, সেখানকার পুলিসের বড়োকর্তা ফিতে কেটে, সিঁদুর মেখে ফূর্তি করছে। লোকে তো আপনাদের এইসব অপদার্থদের জন্যই আসামীর কাঠগড়াতে তুলবেই। কেন্দ্রীয় তদন্ত দপ্তরের লোকজনকে বাধা দিয়ে আটকে কি বর্ধমানের মানুষের নজর অন্য দিকে ঘোরানো যাবে? সদরঘাটে বোমাগুলোকে নিষ্ক্রিয় করার নামে যেভাবে প্রকাশ্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হলো, তাতে আপনার দল আর মৌলবাদীদের বাঁচানোর চেষ্টা করলেও ভবি কিন্তু ভুলবে না।

আচ্ছা, 'বৈদিক ভিলেজ কাণ্ডে' কেন্দ্রীয় তদন্ত বাহিনীকে আনার জন্য আপনার নেত্রী সওয়াল করেছিলেন। এখন তিনি বাধা দিচ্ছেন কেন?

শুনুন মশাই, আপনার মতো নিরেট, ষাঁড়ের গোবর ভর্তি মগজ নিয়ে যারা রাজ্যপাট চালাচ্ছে, তাদের দিন ঘনিয়ে আসছে। সে যাই হোক, শ্মশানকালীর প্রেতনৃত্যের সময় হলে আমি আবার ফিরে আসবো। এখন আর এসব নিয়ে আলোচনা করতে ভালো লাগছে না। অতঃপর দেবীর অনুগামী ব্রতধারী ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন। রস আর রসদ যে ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে, এ কথা বুঝতে অক্সিজেনের সমস্যায় ভোগা ব্রতবাবু আরও অসংখ্য অনুগামীদের কোনও অসুবিধে নেই।

জঙ্গী ডেরায় ছেয়ে আছে বর্ধমান ও পাশের জেলা : রাজ্য সরকার উদাসীন

বিশেষ সংবাদদাতা : বর্ধমান খাগড়াগড়ে আই ই ডি বিস্ফোরণ কাণ্ডের নয় দিন পর কেন্দ্রীয় সরকার ঘটনার ভয়াবহতা ও বর্হিদেশ বিস্তৃতির কথা বিবেচনা করে এন আই এ (ন্যাশন্যাল ইনভেসটিগেশন এজেন্সী) কে তদন্তভার তুলে দেবার পর রাজ্যের উজিরে আজম নীরবতা ভেঙেছেন। খাগড়াগড় শক্তিশালী বিস্ফোরণ কাণ্ডের সঙ্গে বর্ধমানের শহরেই চারটি জায়গায় জঙ্গী ডেরার খোঁজ পাওয়া গেছে। যদিও বর্ধমান পুলিশ বা রাজ্য সি আই ডি ঐ সব ডেরার খোঁজ পেয়েছে এমন নয়। কোথাও স্থানীয় মানুষ সন্দেহজনক কিছু আঁচ করে জানিয়েছে বা বাড়ির ভাড়াটিয়া রহস্যজনকভাবে উধাও হওয়ায় বাড়ির মালিক লিখিত ভাবে পুলিশকে জানিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে বর্ধমানের পুরস্কারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তার অষ্টমীর দিনে বিস্ফোরণটি ছোট ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা করে, স্থানীয় তৃণমূল সূত্রগুলিকে আড়াল করতে কিছু প্রমান লোপাট করার চেষ্টা করে। প্রথমে তারা এন আই কে দুর্ঘটনা কবলিত জায়গায় প্রবেশ করতেই দিতে চায়নি। তড়িঘড়ি দুর্ঘটনার স্থল থেকে পাওয়া সকেটগুলো দামোদরের চড়ে নষ্ট করে দেয়। এটা নিয়েও এন আই এর প্রশ্নের মুখে পড়েছে পুলিশ।

খাগড়াগড়ের ডেরায় যে আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা, গ্রেনেড, কাতুজ, বিভিন্ন কেমিক্যাল ও বিভিন্ন পুস্তিকা পাওয়া যায় তাতে বিস্ফোরণ শিক্ষার বিভিন্ন ফরমুলা এবং জেহাদী বাণীর প্রমাণ পাওয়া যায়। ছোটোখাটো ব্লাস্ট নয় রীতিমতো বিস্ফারক তৈরির কারখানা। সন্দেহের তির বাংলাদেশী উগ্রপন্থী সংগঠন জামাতি মুজাহিদিন-এর দিকে। মৃত শাকিল, সুভান, আহত হাকিম ও পলাতক কালাম, কাদের, মুজিবর ইউসুফ সব তাদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছে।

খাগড়াগড় থেকে ধৃত রাজিয়া ওরফে রুমি বিবি মূল অপরাধী ঘটনাস্থলে নিহত জামাতি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাংলাদেশী জঙ্গী শাকিল আহমেদ এর স্ত্রী ও আহত আব্দুল হাকিমের স্ত্রী আমিল বিবিরা সবসময় বোরখার আড়ালে থাকতো। কিন্তু ধর্মপ্রাণ গৃহবধু বলতে যা বোঝায় তা তারা নয়। দুর্ঘটনার পর ইস্পাত কঠিন মন নিয়ে নিজের মৃত স্বামীদের খাটের নিচে লুকিয়ে রক্ত ধুঁইয়ে ও প্রামান্য অন্য প্রমাণসামগ্রী পুড়িয়ে নষ্ট করার চেষ্টা চালিয়েছিল। সাধারণ মানুষ ও অন্যান্যদের উপরে উঠতে বাধা দিয়েছে।

অভিযোগ উঠছে তৃণমূল নেতৃত্ব ও পুলিশের গাফিলতিতে বিনা বাধায় তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে তৎপর হয়েছে? দাবি ওঠে রাজ্য পুলিশ বা সি আই ডি নয় কেন্দ্রীয় বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত এন আই এ-এর হাতে তদন্ত ভার দিতে হবে। দেশে যতগুলি এই ধরনের বিস্ফোরণ ও প্রাণহানী ঘটেছে যে ক্ষেত্রে এন আই এ টিম তদন্ত করেছে বা করছে। কিন্তু লজ্জার বিষয় রাজ্য সরকার ঐ দাবিতে ক্ষেপিতং। প্রথমে রাজ্যসভার পণ্ডিত সাংসদ তারপর সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা সাংসদের বর্ধমানে পদযাত্রা ও পরে মহাসচিব পার্থবাবু এন আই এর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে। মুখ্যমন্ত্রী ৯ দিন পর তার ফেসবুকে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে সংবিধান বিরোধী এবং গণতন্ত্র বিরোধী বলে ঝাল ঝেড়েছেন। এখন এটা নিয়ে ভাবার বেশি সময় তিনি পাননি কারণ দলে মুকুলের হাত থেকে নিজের ভাইপোর হাত শক্ত করতে তিনি যারপর নাই চিন্তিত ভাবিত।

আসলে এমনিতেই সারদা নিয়ে রাজ্য শাসকদল ল্যাজে গোবরে। সুদীপ্ত সেনের এ্যাম্বুলেন্সে করে তৃণমূলে জনৈক সাংসদের ইশারায় ওপারের জামায়েতে মুহাজিদিন-এর ডেরায় টাকা পৌঁছেছে এই অভিযোগ রাজ্য রাজনীতিতে দগদগ করছে। এই সময় এইরকম একটি বিষয়ে প্রথম থেকেই এন আই এ তদন্তে ঢুকতে পারলে অনেক তথ্যই প্রকাশ পেত। রাজ্য শাসকদলের তা পছন্দ নয়। তাই ঐ বাড়ির নিচেতেই তৃণমূলের পার্টি অফিস ছিল সেটা তারা বলতে পারছে না। পুলিশ দিয়ে সেই সব প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে। মুকুলবাবু কলকাতার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছিলেন ঐ এলাকার তার দলের কোন শাখা অফিস ছিল না। অথচ স্থানীয় নেতা মেহবুব রহমান স্বীকার করেছেন অফিস ছিল। ঘটনায় আহত হাকিম এস এস কে এম-এর ক্রিটিক্যাল ইউনিটের বেডে শুয়ে শুয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন মেহবুব রহমান তাদের দেখভাল করতো। পরবের হাতখরচাও দিয়েছে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের শাহবাগ যখন মৌলবাদী নেতাদের শাস্তির দাবিতে উত্তাল তখন মুক্তিযুদ্ধের ঘাতকবাহিনী রাজাকার হানাদরদের শাস্তির পরিবর্তে তাদের মুক্তির দাবিতে ঐ এলাকার একটা সভা হয়েছিল ঐ সভা সফল করতে—তৃণমূলের ঐ ধরনের নেতারা বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন বলে অভিযোগ। আসলে বর্ধমান তথা রাজ্যবাসীর কাছে তৃণমূলের মুখোশ খুলে যাবার ভয়েই ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। ঘটনার ভয়াবহতা, জাল বিছানোয় গভীরতা, দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্য প্রশাসনের কোনো হেলদোল আছে বলে মনে হচ্ছে না। সবটাই রাজ্য রাজনীতির ময়দানে নাফা খোঁজার চেষ্টা হচ্ছে। সামনে ১০০টি পুরসভা ভোট ও ২০১৬ বিধানসভা ভোটের আগে এই ধরনের ঘটনা যতো ধামাচাপা দেওয়া যায় ততই ভালো। তার জন্যই চাই বশংবদ পুলিশ।

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার ২০১৪

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পদার্থবিজ্ঞান

এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন তিন জাপানি বিজ্ঞানী—ইসামু আকাশাকি, হিরোশি আমানো এবং সুজি নাকামুরা। বিশ শতকের নয়ের দশকে এই বিজ্ঞানী ত্রয়ীর আবিষ্কার নীল এল ই ডি আলোর জগতে এক নতুন দিগন্ত এনে দিয়েছে। রয়াল সুইডিশ একাডেমি ঘোষণা করেছে 'সাধারণ বাল্ব বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীকে আলোকিত করেছে, এল ই ডি বাল্ব একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীকে আলোকিত করবে'।

এল ই ডি-র পুরো কথা হল—লাইট এমিটিং ডায়োড। অর্ধ-পরিবাহী পদার্থের কয়েকটি পাতলা আস্তরণ পর পর সাজিয়ে এল ই ডি তৈরি হয়, যা সহজেই বিদ্যুতশক্তিকে সরাসরি আলোকশক্তিতে পরিণত করতে পারে। সাধারণ বাল্বে তড়িত শক্তির বেশিটায় তাপ হয়ে বেরিয়ে যায়, সামান্য অংশই আলোকশক্তি হিসাবে পাওয়া যায়। 'ফ্লুরোসেন্ট বাল্ব'-এ সামান্য গ্যাসের মধ্যে তড়িতমোক্ষণের ফলেই আলো পাওয়া যায়। এল ই ডি আলো সরাসরি তড়িতশক্তিকে আলোয় রূপান্তরিত করায় এই আলো যেমন বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী তেমনি পরিবেশ বান্ধব। গুণমানে এল ই ডি বাতি ১৬টি সাধারণ আলো কিংবা ৭০টি ফ্লুরোসেন্ট বাতির সমান। সারা বিশ্বের বিদ্যুৎ উৎপাদনের একের চতুর্থাংশ যেখানে আলোকিত করতেই চলে যায় সেখানে এই আবিষ্কার যুগান্তকারীতো বটেই। স্থায়ীত্বের বিচারে সাধারণ আলো ১০০০ ঘন্টা, ফ্লুরোসেন্ট আলো ১০০০০ ঘন্টা এবং এল ই ডি আলো ১০০০০০ ঘন্টা আলো দিতে পারে।

১৯৫০ সালে লাল আলো নিঃসরণকারী এল ই ডি আবিষ্কৃত হয়। মূলত ঘড়ি, ক্যালকুলেটর বা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের অন/অফ নির্দেশক হিসাবেই এর ব্যবহার। সাদা আলো পেতে হলে প্রাথমিক রং-এর অন্য দুটি অর্থাৎ সবুজ ও নীল অবশ্যই পেতে হবে। নীল আলোর জন্যে দরকার বিশুদ্ধ গ্যালিয়াম নাইট্রাইডের কেলাস—যা প্রস্তুত করা অত্যন্ত কঠিন। এ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইডের পাতলা আস্তরনের উপর অতিরিক্ত সাবধানতায় গ্যালিয়াম নাইট্রাইডের কেলাস তৈরি করা হয়। ১৯৯২ সালে এই কেলাস পর্যবেক্ষণের সময় বিজ্ঞানী আকাশাকি ও আমানো লক্ষ করেন যে ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের বিকরিত ইলেকট্রন কেলাসগুলির গুণমান বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। ১৯৯০ সালে একই সফলতা অর্জন করলেন বিজ্ঞানী নাকামুরা অভিনব পদ্ধতিতে—অতি শীতল তাপমাত্রায় গ্যালিয়াম নাইট্রাইডের কেলাস তৈরি করে।

আধুনিক কালের টিভি, কম্পিউটার, সেলফোন সব যন্ত্রেই এই নীল আলোর কারসাজি। নীল-লাল-সবুজ আলোর সংমিশ্রণই আজকের পরিবেশ বান্ধব সাদা আলো যা শুধু সস্তাই নয় আগামী দিনে অনেক নতুন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ এক অভাবনীয় সম্ভাবনা তুলে ধরেছে।

রসায়ণ

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম কণা দেখা যায়। কিন্তু এই যন্ত্রেরও সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমাবদ্ধতা বিবর্ধন ক্ষমতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। ১৮৭৩ সালে বিবর্ধন ক্ষমতার গাণিতিক নিয়ম রচনা করেন বিজ্ঞানী আরনেস্ট অ্যাবে। যে ন্যূনতম দূরত্বে থাকলে দুটি সূক্ষ্ম বিন্দু পরস্পর থেকে পৃথক করা যায় তা ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। এই ন্যূনতম মান ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অর্ধেকের কাছাকাছি। এই সীমাবদ্ধতার কারণেই প্রাণী কোষের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্রতর বস্তু যেমন প্রোটিন অণুর ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করা যায়না। অথচ প্রাণীকোষ সম্পর্কে জানতে হলে কোষের ভেতরের ক্ষুদ্রতর অংশের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ জানা দরকার। ২০১৪ সালের রসায়ণবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এমনই এক গবেষণায় অণুবীক্ষণযন্ত্রকে মাইক্রোস্তর থেকে ন্যানোস্তরে পৌঁছে দিয়েছে। তাই অণুবীক্ষণযন্ত্র আর মাইক্রোস্কোপ না বলে ন্যানোস্কোপ বলা চলে। আর যাঁরা এই কাজটি করে দেখালেন তাঁরা হলেন এরিক বেটজিগ, স্টেফান হেল ও উইলিয়াম মোরনার।

আলোর শোষণ ও প্রতিপ্রভা সম্পর্কিত রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ অণু একই সাথে পরীক্ষা করা হয়। একক অণু চিহ্নিত করা যায়না বলে এই জাতীয় পরীক্ষায় অণু সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা করা যায় কিন্তু একক অণুর ভেতরের খবর পাওয়া যায়না। ১৯৮৯ সালে বিজ্ঞানী মোরনার প্রতিপ্রভ অণুর আলোক শোষণ প্রথম আবিষ্কার করেন। ফ্লুরেসেন্ট বা প্রতিপ্রভ অ্যান্টিবডি কাজে লাগিয়ে প্রাণীকোষের ডি এন এ সম্পর্কে আরো গভীর ভাবে জানা হল ফ্লুরেসেন্স মাইক্রোস্কোপির বিষয়। প্রতিপ্রভ অ্যান্টিবডিকে স্বল্প সময়ের জন্য আলোকিত করে যুগ্ম ভাবে রক্ষিত ডি এন এ-কে প্রতিপ্রভ আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। এভাবে কোষের ভিতর কোথায় কোন অণুগুচ্ছ রয়েছে তা চেনা যায়। ২০০০ সালে ই-কোলি ব্যাক্টেরিয়া এভাবে দেখা সম্ভব হয়।

স্টেফান হেল দুটি স্নায়ুকোষের সংযোজক কোষ পরীক্ষা করে দেখছেন। মোরনার পরীক্ষা করছেন পেশী সঞ্চালনে সমন্বয়কারী স্নায়ুকোষ নিয়ে যা হান্টিংসন রোগের কারণ অনুসন্ধানে সাহায্য করবে। বেটজিগের গবেষণা ভ্রূণের কোষ বিভাজন নিয়ে যা প্রাণের সন্ধানে নতুন আলোকপাত করবে। তিন বিজ্ঞানীর গবেষণা মাইক্রোস্কোপি থেকে ন্যানোস্কোপির জগতে নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়ার অপেক্ষায়।

শারীরবিদ্যা

কোথায় রয়েছি? কোথায় যাবো? এসব কী করে আমরা জানতে পারি? কীভাবেই বা আমরা এক রাস্তা দিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছোই অথবা ফিরে আসি? এসব প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে এবারের চিকিৎসাবিজ্ঞানের নোবেল বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে। এঁরা হলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ও'কিফে এবং নরওয়ের বিজ্ঞানী দম্পতি এডভার্ড মেসের ও মে-ব্রিট মোসের।

আজকের দিনে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের অঙ্ক গণনা করে বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান চিহ্নিত করাই হল জি পি এস বা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের কাজ। বিশ্বমানচিত্রে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের সাহায্যে সহজেই কোন স্থানে ভৌগলিক অবস্থান জেনে যাওয়া যায়। আদিকাল থেকেই মানুষের চিন্তা চেতনায় এ প্রশ্ন ছিল—কেমন করে মানুষ প্রকৃতি পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থান চিহ্নিত করে, অতীত অবস্থান কে মনে রেখে নতুন সঞ্চারপথ প্রস্তুত করে। মস্তিষ্কের কোথায়, কীভাবে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় ও ভবিষ্যতে কাজে লাগায়। প্রায় দু'শো বছর আগে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বলেন যে প্রাণীদের মস্তিষ্ক অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ ভাবেই এক বিশেষ গঠনশৈলীকে কাজে লাগিয়েই এই কাজ করে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টোলমানের ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণা এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোকপাত করতে থাকে। ১৯৭১ সালে জন ও'কিফ ইদুর নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন মস্তিষ্কের অন্তর্গত হিপোক্যাম্পাস অঞ্চলে অবস্থিত বিশেষ স্নায়ুকোষ কীভাবে প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় হয়ে পরিবেশের অবস্থান মানচিত্র সম্পর্কে তথ্য যোগায় ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই নিয়ে গবেষণা চলতে থাকে। ২০০৫ সালে ওডওয়ার্ড মোসার ও মে-ব্রিট মোসার দম্পতি আবিষ্কার করলেন মস্তিষ্কের 'গ্রিড' স্নায়ু কোষ। তাঁরা লক্ষ করলেন হিপোক্যাম্পাসের স্থানিক কোষগুলির পাশাপাশি এন্টোরিন্যাল কর্টেক্স নামের আরেকটি অঞ্চলের অন্তর্গত স্নায়ুকোষ সমষ্টিগতভাবে এক সংহত বর্তনী গঠন করে, যা দিক ও সীমানা নির্দেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি পরিচালনা করে। এই আবিষ্কার মস্তিষ্কের বিশেষ স্নায়ুকোষগুলির সংহত কার্যপ্রণালী নিয়ে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে যা জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মননের জগতে নতুন ভাবনা যোগাবে।

বিসর্জিত প্রতিমা কাঠামো দূষণ ছড়াচ্ছে ভাগীরথীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ অক্টোবর : পুরসভার ঔদ্যাসিন্যে বিসর্জিত বিগ্রহের বর্জ্যতে দূষণ ছড়াচ্ছে কালনার ভাগিরথী নদীর জলে। বিসর্জন হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে বর্জের পচন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ভাগিরথীর জল ব্যবহারকারীদের মধ্যে পেটের রোগ, চর্মরোগ এর প্রকোপ বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো হেলদোল নেই কালনা পুরসভা বা স্বাস্থ্য দপ্তরের।

সাম্প্রতিককালে কালনার বিভিন্ন ঘাটে ভাগিরথী নদীতে পাঁচশতাধিক বিগ্রহের বিসর্জন হয়েছে। বিগ্রহ তো বটেই বেলপাতা, ফুল সহ পূজোর অন্যান্য উপকরণও ফেলা হয়েছে ভাগিরথীতে। বিসর্জনের পর সামান্য অর্থ উপার্জনের আশায় কতিপয় যুবক বিগ্রহ থেকে বাঁশ বা কাঠের কাঠামো পৃথক করে ডাঙায় তুলে নিলেও খড় সহ অন্যান্য বর্জ্য ভাগিরথী নদীর জলে থেকেই গেছে। সেই বর্জ্যতে পচনক্রিয়া শুরু হয়ে নদীর জলের দূষণ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ভাগিরথী নদীর পাড়ের বাসিন্দারা যারা নদীর জল স্নান বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করেন, তাদের ব্যাপক পেটের রোগ ও চর্মরোগ দেখা দিয়েছে। এই খবর স্থানীয় পুরসভা বা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে না পৌঁছালেও আক্রান্তরা অনেকেই চিকিৎসার জন্য কালনা মহকুমা হাসপাতালে আনাগোনা করছেন।

কালনা মহকুমা মেডিকেল অফিসার ডা. মোসারট হোসেন এবং কালনা পুরসভার প্রাক্তন পুরপতি ডা. গৌরাঙ্গ গোস্বামী জানান, জলবাহিত রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে জল দূষণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতেই হবে। প্রাক্তন পুরবোর্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের যৌথ উদ্যোগে বিগ্রহ নিরঞ্জনের পর ভাগীরথী নদী থেকে বর্জ্য সরিয়ে ফেলা হতো এখন তা হচ্ছে না বলেই বিপদ।

কালনায় মিশ্র সবজি চাষ

আলেক শেখ, কালনা : কালনায় মির্জাবাটি গ্রামের চাষিরা মিশ্র চাষে পথ দেখাচ্ছেন। একই জমিতে একই মাচাতে বছরে দু'বার ঝিঙে ও একবার ছাচি কুমড়োর চাষ হচ্ছে। ধান, পাট, আলু চাষে মার খাওয়ার সম্ভবনা থাকলেও সবজি চাষে কোনদিন লোকসান হবেনা বলেই জানান মির্জাবাটির কৃষকরা। মিশ্র সবজি চাষে বছরে এক বিঘা জমিতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত লাভ করা যায়। তার ভিতরেই এই জমিতে একবার আলুও ফলিয়ে নেওয়া যায়। কীভাবে? তার উত্তরে কৃষকরা জানান ফাল্গুন মাসে আলু তারপর সেই জমিতে ঝিঙে লাগানো হয়। ঝিঙে গাছ একটু বড় হলেই মাচা করে দিতে হবে। গাছ মাচায় উঠবো উঠবো করলেই মাচার নিচে লাল বা কাটোয়া ডাটা লাগিয়ে দিতে হবে। ঝিঙে ও লাল ডাটা এক সঙ্গেই উঠতে শুরু করবে বৈশাখ মাস থেকে। লাল ডাটা সম্পূর্ণ তুলে নেওয়ার পর ঝিঙে গাছের গোড়া থেকে দূরে দূরে খুপি কেটে ছাঁচি কুমড়োর বীজ বসিয়ে দিতে হবে। একদিকে ঝিঙে ফলন দেবে অন্যদিকে ছাঁচি কুমড়ো গাছ বাড়তে থাকবে। আষাঢ় মাসের শেষ পর্যন্ত ঝিঙে ফলন দেবে, তারপর গাছ শুকিয়ে যাবে।

অন্যদিকে ছাঁচি কুমড়ো গাছ মাচায় উঠে যাবে। পুরানো ঝিঙে গাছ উপড়ে দিয়ে নতুন করে ঝিঙে বীজ পুঁতে দিতে হবে। ছাঁচি কুমড়ো এবং ঝিঙের ফলন পাওয়া যাবে কার্তিক মাস পর্যন্ত। তারপর জমি পরিষ্কার করে দিয়ে আলু বসাতে হবে। এইভাবেই চলবে এক বছরের মিশ্র সবজি চাষের পর্যায়। এতে কৃষি তথা কৃষকের উপর যত আক্রমণই নামানো হোক না কেন কৃষক মরবেনা, শেষ হবে না কৃষিও। এই আত্মবিশ্বাসই এখন মির্জাবাটী গ্রামের ঘরে ঘরে।

শহিদ ভগৎ সিং-এর জন্মদিবস পালিত রানিগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২৮ সেপ্টেম্বর : বিবিবা পাঞ্জাবী মোডে. শহিদ ভগৎ সিং মূর্তির পাদদেশে শহিদ ইয়াদগার সমিতি ও রানিগঞ্জ পুরসভার পক্ষ থেকে শহিদ ভগৎ সিং-এর ১০৮তম জন্মদিবস পালন করা হয়। ভগৎ সিং-এর মূর্তিতে মালুদানের মাধ্যমে তাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান অনপ মিত্র, পুরপারিষদ সঞ্জয় মণ্ডল ও শহিদ ইয়াদগার সমিতির সদস্যরা। শহিদ ভগৎ সিং-কে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে অনুপ মিত্র বলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে তিনি ফাঁসির দড়ি গলায় পড়েছিলেন। গরিব মেহনতী মানুষের মুক্তির পথ সম্পর্কে সঠিক দিশা দেখিয়েছিলেন। শোষণের বিরুদ্ধে ভগৎ সিং-এর আমরন সংগ্রাম ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আজও আমাদেরকে সাম্রাজ্যবাদ-জাতপাত ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শহিদ ভগৎ সিং প্রেরণার উৎস।

বর্ধমান বিস্ফোরণ : তৃণমূল জঙ্গি যোগের প্রতিবাদে রানিগঞ্জে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১২ অক্টোবর : সি পি আই(এম) রানিগঞ্জ রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির উদ্যোগে বর্ধমানে খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক স্তরে জঙ্গি তৃণমূল যোগ, দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ধর্ম নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের স্বার্থে এক বিশাল মিছিলের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে আহ্বান জানানো হয়। মিছিল শুরু হয় রানিগঞ্জ পোস্ট অফিস ময়দান থেকে। এন এস বি রোড, তার বাংলা, এম জি রোড হয়ে মিছিল শেষ হয় নেতাজি মূর্তির পাদদেশে। মিছিলের শেষে বক্তব্য রাখেন আজাদিপ্রসাদ। মিছিলের পুরভাগে ছিলেন বিবেক চৌধুরী, রুণু দত্ত, অনুপ মিত্র প্রমুখ।

কৃষক জাঠার প্রস্তুতি কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ অক্টোবর : সারা ভারত কৃষক সভার উদ্যোগে সারা রাজ্যের সাথে কালনাতেই বিভিন্ন দাবিতে ১৭টি জাঠা পরিক্রমা করবে তিন শতাধিক গ্রাম। কর্মসূচির সফল রূপায়ণে ইতিমধ্যেই ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। জাঠাগুলিকে সু-সজ্জিত করার জন্য ফ্লাগ, ফেস্টুন, টুপি বিভিন্ন দাবি লেখা ফ্লেক্সের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এই কর্মসূচি শুরু করার আগে দু'দিন ধরে সমস্ত গ্রামে ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই প্রচার কর্মসূচি চলবে মাসের ১১ তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত। তাছাড়াও বাড়িতে বাড়িতে প্রচার, পাড়া বৈঠকও করা হবে বলে জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ।

বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে

—প্রথম পাতার পর

ছিলেন তাই তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন। আজ বাংলাদেশে সেই মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদী-রাজাকারদের বিচার হচ্ছে, তারা শাস্তি পাচ্ছে। আর আমাদের রাজ্যে তৃণমূল সরকারের মদত পাচ্ছে সেই উগ্রপন্থী রাজাকারের দল, মুক্তিযুদ্ধের শত্রুরা পালিয়ে এসে আশ্রয় পাচ্ছে বর্ধমানে। যে শাহবাগ আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল বাংলাদেশ, সিমি উগ্রপন্থীদের দল, যারা বাংলাদেশে এক সঙ্গে ৩০০ জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠনে যারা বাধা দিতে চায়, সেই জামাতদের সমর্থনে বর্ধমানে খাগড়াগড়ে সভা করেছিল তৃণমূল। খাগড়াগড়ের একই বাড়িতে নিচে তৃণমূলের অফিস, উপরে উগ্রপন্থীদের ঘাঁটি। তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কী বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করেন?কেন তিনি বাংলাদেশ গেলেন না? মুখ্যমন্ত্রীকেই বলতে হবে? আমি তো সব জানি, কিন্তু ওনার মুখ থেকে শুনতে চাই! আসলে মানুষকে ভাগ করার চক্রান্ত। হিন্দু না ওরা মুসলিম? 'মোরগ লড়াই'য়ে যেমন দুই মোরগের পায়ে বাঁধা থাকে ধারালো ছুরি। হারজিতের লড়াইয়ে একজন বিজয়ী হয়। কিন্তু দুজনকেই মশলা দিয়ে রেঁধে খাওয়া হয়। তেমনি সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে হাড় মাস চিবিয়ে ওরা ছিনিমিনি খেলতে চায়। সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করে এক হিন্দু রাষ্ট্র, এক মুসলিম রাষ্ট্র। জনবহুল জায়গায় বিস্ফোরণ হলে বোমা কী কখনও হিন্দু চিনে আঘাত করে, না মুসলিম চিনে?

ওখানে বিজেপি, ওরা আগুন জ্বালাবেন, এখানে উনি অর্থাৎ তৃণমূল সেই আগুনে কুলোর বাতাস দিচ্ছেন।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তো কথায় কথায় আগের সরকারের সমালোচনা করে বলেন, আগের কেন্দ্রের সরকার 'পলিসি পক্ষাঘাতগ্রস্ত সরকার' ছিল। তাহলে কেন ৯দিন পর এন আই এ এল? খাগড়াগড়ের ওই বাড়ির মালিককে কেন গ্রেপ্তার করা হবে না? কেন শাসক দলের নেতা যারা ওই বাড়িতে দেশবিরোধী উগ্রপন্থীদের ঘাঁটি গড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তারা গ্রেপ্তার হবেন না? খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণের মতো ঘটনাকে ছোট ঘটনা বলে উল্লেখ করেন, সেই পুলিশ সুপারকে কেন জেরা করা হবে না?

এখানে মুখ্যমন্ত্রী এন আই এ নিয়ে এখন যুক্তরাষ্ট্রীয় ইত্যাদি অনেক কথা বলছেন। এন আই এ আমরা কবে চেয়েছিলাম! কেন চেয়েছিলাম! চেয়েছিলাম এজন্য যে এটা সাধারণ ঘটনা নয়, এর সঙ্গে রাষ্ট্রবিরোধীতার যোগ রয়েছে। আর এন আই এ যখন তৈরি হয় উনি কী করেছিলেন? আমরা তবু একটা সংশোধনী দিয়েছিলাম, উনি কী করেছিলেন? আমাদের সরকারের সময়, তখন তো প্রতিদিন সকালে উঠেই পশ্চিমবাংলায় একবার করে ৩৫৬ চাইতেন। আমরা তো তবু একবারও ৩৫৬-র কথা বলিনি। বলেছি শুধু এন আই এ-র কথা!

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে উপস্থিত হাজারো জনতাকে স্বভাবসিদ্ধ ছন্দে সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, বিজেপি-র অন্যতম নেতৃত্ব, তাঁর বিরুদ্ধে ফলস্ এনকাউন্টারের মামলা চলছে, হাতকড়া পড়া একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, এই তো ওদের গোটা দলটা! গান্ধিজীকে যারা হত্যা করেছে, তাদের দল গান্ধিজীর জন্মদিনে স্বচ্ছতা দিবস মানাচ্ছে। সমঝোতা এক্সপ্রেসে যিনি বিস্ফোরণ ঘটালেন তিনি এখন কেন্দ্রের শাসক দলের অন্যতম নেতৃত্ব। বিজেপি সরকারের ১০০ দিনে সারা দেশে ৬০০টি দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। শুধু মাত্র ১২ টি বিধানসভা অঞ্চলে, যেখানে যেখানে উপ-নির্বাচন ছিল ৪০০টি দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। তবু ওরা দাঙ্গা করেও জিততে পারেনি। অবশ্য সি বি আই, এন আই এ-বেশি আশা করবেন না! এত বিশ্বাস রাখবেন না!

তবে হতে পারে! মানুষ যদি লড়াইয়ের ময়দানে থাকেন! প্রয়াত নেতৃবৃন্দের কথা স্মরণ করে মিশ্র বলেন, বর্ধমান জেলা বহু সর্বভারতীয় নেতৃত্ব উপহার দিয়েছে। আমরা বলতাম পঞ্চপান্ডব! পঞ্চপান্ডবের শেষ যিনি তিনিও আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। হরেকৃষ্ণ কোঙার শিখিয়েছিলেন, আমার জন্য ইনজাংশন! তুমি লড়াই করো, লড়াই করে তুমি বুঝে নাও! দয়া করে কেউ কিছু দেবে না! লড়াইটা তাই শুধু রাইটার্স বিল্ডিং-এ ছিল না, ছিল মাঠে ময়দানে! নইলে এক দিনও বামফ্রন্ট টিকত না! বামফ্রন্ট তৈরি হবার আগেই লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে ভিত তৈরি হয়েছিল। গরিবের সংগ্রাম, খেতমজুরের সংগ্রাম, গরিবের দাবিকে-খেতমজুরের দাবিকে, শ্রমিকের দাবিকে ঐক্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে এগিয়ে চলতে হবে। এই অন্ধকার দূর হবেই, সকাল হবেই। প্রস্তুতি চলবে লালঝান্ডা নিয়ে আমরা মোকাবিলা করব, আদর্শের মৃত্যু নেই। আমরা তাই বলি, বিনয়দা আপনি ঘুমান! আমরা জেগে আছি, জেগে থাকব। লাল ঝান্ডা তুলে নিতে হবে! গনতন্ত্রের উপর আক্রমণ বাড়ছে, অসংখ্য মানুষ ঘরছাড়া, মিথ্যা মামলায় জেলে পাঠানো হচ্ছে, প্রতিদিন খুন— তবু পারেনি লাল ঝান্ডা কেড়ে নিতে। শ্রেণীসংগ্রাম অন্ধকার নয়, আলো! ঝড়-তুফান আসতে পারে, 'হুদহুদ' আসতে পারে, সব মেঘ কেটে যাবে! ঝড়, বৃষ্টি অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে যাবো!

শারদোৎসবে মার্কসীয় পুস্তক স্টল

নিজস্ব সংবাদদাতা : শারদোৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হল পুস্তকের স্টল। বহু মানুষ উৎসবের আনন্দের মধ্যেও গম্ভীর চিন্তা করেন। ভাবেন বা বইপড়া যাঁদের নেশা তাদের কাছে এই স্টলগুলি অবশ্যই হাতছানি দেয়। শুধু নিছক বিনোদন নয়, প্রগতিশীল পুস্তকের সম্ভার তাঁদের মনের খোরাক মেটায় তাই তাঁরা ভীড় করেন মার্কসীয় পুস্তক স্টলে সিরিয়াস-এর বই সন্ধানে। এবারেও বর্ধমান শহরে অপেক্ষাকৃত কম হলেও চার-পাঁচটি প্রগতিশীল পুস্তকের স্টল নজরে এসেছে। বই নাড়াচাড়ার পাশাপাশি বিক্রিও কম হয়নি। খোশবাগান, তেলমারুই রোড কিংবা তেজগঞ্জে স্টলে বিক্রি ভালই হয়েছে। স্টল হয়েছে জেলার সর্বত্রই। মেমারি স্টেশনের কাছে মার্কসীয় চিরায়ত

সাহিত্যের স্টলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা অরিন্দম কোঙার। চারদিন ধরে মানুষের আনাগোনা বিক্রি ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেছে। রানিগঞ্জের সিহারশোল মোড়, চিনাকুঠি মোড়ে চলোদ এমনি প্রগতিশীল সাহিত্যের স্টল হয়। শিহারশোল মোড়ে স্টল উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও প্রাক্তন পুর-প্রধান রুণু দত্ত। উৎসবের দিনগুলিতে এই স্টলে নবীন প্রবীনদের মিলন, বইপড়া ও চেনার উৎসাহ উদ্যোগতারা লক্ষ্য করেছেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ৫ অক্টোবর, ১৯৯৩ সালের ৫ অক্টোবর, ৫ সেপ্টেম্বর; ২। ১৯৫৫ সালের ৫ অক্টোবর, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ; ৩। স্টিভ পল জোবস্, ২০১১ সালের ৫ অক্টোবর, জন্ম ২৪-২-১৯৫৫; ৪। ইউরোপ মহাদেশ, ১৯০৮ সালের ৫ অক্টোবর, সোফিয়া; ৫। পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন, ৫-৯ অক্টোবর ১৯৫১, কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট-এ; ৬। ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর, বাংলাদেশের সেওড়াতলাগ্রামে, মৃত্যু ১৬-২-১৯৫৬; ৭। ১৭৮০ সালের ৭ অক্টোবর, লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং, ১৯৮৭ সালে কলেজ, ২০০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়; ৮। ধনপত্ রায়, জন্ম ৩১-৭-১৮৮০, মৃত্যু ৮-১০-১৯৩৮; ৯। আফ্রিকা মহাদেশে, ১৯৬২ সালের ৯ অক্টোবর, কামপালা; ১০। উত্তরপ্রদেশ, ১৯১২ সালের ১০ অক্টোবর, মৃত্যু ৩০-০৩-২০০০; ১১। ১০ অক্টোবর, বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস; ১২। ১১ অক্টোবর।

By Courtsy
S. K. Banerjee
Burdwan

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক
প্রকাশিত হয় প্রতি শনিবার

পত্রিকায় মাসের প্রথম সংখ্যা : বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা : শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা : অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা : সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা : বিবিধ বিষয়ক।

আপনি আমাদের পাঠাতে পারেন
- আপনার মূল্যবান মতামত
- সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আপনার প্রতিক্রিয়া
- বিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ
- অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ
- শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে লেখা
- ইতিহাস চর্চা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কৃষি-শিল্প সমস্যা চাষাবাদ প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা
- গল্প-কবিতা-ছড়া, রম্যরচনা ও রেখাচিত্র

সব ধরনের লেখার জন্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
- লেখা যেন ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়।
- কাগজের উপর ও পাশে যেন মার্জিন থাকে।
- জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রহণীয় নয়।
- কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোনও লেখা প্রকাশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

☐ আমাদের পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ৫০ টাকা
☐ বছরের যে-কোন সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

নতুন চিঠি
৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান-১
ফোন : (০৩৪২) ২৫৫১৪৫৮, ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৬৬৫০৮৩

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি কাজী মদুদর রহমান, পিতা - মৃত কাজী ফজলুর রহমান, গ্রাম ও পোঃ - ভৈটা, থানা - মেমারি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার ডাক নাম কাজি মৌদুদর রহমান ও মৌদুদর রহমান এবং প্রকৃত নাম কাজী মদুদর রহমান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছে। এবং আমার পিতার প্রকৃত ও সঠিক নাম মৃত কাজী ফজলুর রহমান ও ডাক নাম মৃত কাজি ফজলর রহমান ও মৃত কাজী ফজলুর রহমান ও মৃত কাজি ফজলর রহমান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। বর্তমানে কাজী মদুদর রহমান, পিতা কাজী ফজলুর রহমান নামে বর্তমান হতে ও ভবিষ্যতে ঘোষিত ও প্রচারিত হইল।

● I, Harekrishna Chaudhuri, S/o - Tarapada Choudhuri, Vill - Mallickpur, P.O. - Bakta, Burdwan by an affidavit before the Executive Magishrate, Burdwan on 25th june, 2014 hereby declare that my & family's title's orginal spelling is CHAUDHURI but in the birth certificate of my son Shibabrota Chaudhuri the spelling is revealed as CHOWDHURY instead of CHAUDHURI. By this affidavit hense we are known as my self Harekrishna Chaudhuri, my wife; Sukla Chaudhuri and my son SHIBABRATA CHAUDHURI everywhere.

● I, Mintu Kumar Barui, S/o - Ramanikanta Barui, Narayan Dighi (Rayan Road), P.O. + Dist. - Burdwan by an affidavit before the Executive Magistrate, Burdwan on 9th October, 2014 hereby declare that my mother's correct name is Asharani Barui, W/O - Ramani Kanta Barui but in the death certificate of my mother name of my father wrongly recorded as Ramoni Kanta Barui instead of Ramani Kanta Barui. Ramoni Kanta Barui & Ramani Kanta Barui is one and same identical person.

● I, Mintu Kumar Barui, S/o - Ramanikanta Barui, Narayan Dighi (Rayan Road), P.O. + Dist. - Burdwan by an affidavit before the Executive Magistrate, Burdwan on 9th October, 2014 hereby declare that my father's full name is Ramani Kanta Barui which had wrongly recorded in my birth certificate as R.K. Barui, R.K. Barui & Ramani Kanta Barui is one and same identical person.

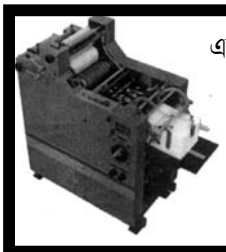

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা